উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ঃ

আব্দুল জলিল, রাজনীতিবিদ। মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার। মোজাফফর রহমান চৌধুরী, জন্ম ?- মৃত্যু ২৭ এপ্রিল ১৯৭১) বঙ্গীয় আইন পরিষদ সদস্য ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ, গভর্ণর উপদেষ্ঠা পরিষদ সদস্য ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ। শহীদুজ্জামান সরকার, দশম জাতীয় সংসদের হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৯১, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ বর্তমানে তিনি জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি। তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯) কবি ও গবেষক। শিশির নাগ (১৯৩৬-৭ জুলাই ১৯৬০), সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক এবং বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। জেমস, সঙ্গীত শিল্পী, আখতার হামিদ সিদ্দিকী, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার। সাধন চন্দ্র মজুমদার, মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের সরকারের খাদ্যমন্ত্রী। মতিন রহমান-চলচ্চিত্র পরিচালক। মুহাম্মদ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য ও সাবেক পাট বস্ত্র মন্ত্রী।

অর্থনীতিঃ

নওগাঁ জেলার অর্থনীতি কৃষিপ্রধান। বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রায় মাঝে অবস্থিত। এই জেলার আয়তন ৩,৪৩৫.৬৭ বর্গকিলোমিটার। এর প্রায় ৮০ শতাংশই আবাদী জমি। এই অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর যা দোঁআশ নামে পরিচিত। সম্প্রতি সাপাহার উপজেলা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়। প্রায় ২৮ লক্ষ মানুষের এই জেলার অধিকাংশই কৃষক। এই জেলায় উৎপাদিত প্রধান ফসলসমূহের মধ্যে রয়েছে: আম, ধান, পাট, গম, সরিষা, আখ, ভুট্টা, আলু, বেগুন, রসুন, তেল বীজ এবং পেঁয়াজ। এছাড়াও নানা ধরনের মৌসুমি ফল ও ফসল উৎপাদন হয়। এছাড়াও আম প্রধান অর্থকরী ফল হয়ে আবির্ভূত হয়েছে গত এক বছরে। এই জেলার সীমান্তবর্তী সাপাহার, পোরশা, পত্নীতলা, নিয়ামতপুর ও ধামইরহাট উপজেলায় বিপুল পরিমাণ আমের বাগান রয়েছে। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশ আম উৎপাদনে শীর্ষ স্থান দখল করে এই জেলা। এ জেলায় আম উৎপাদন হয় ৩.২৫ লাখ মেট্রিক টন। দেশের সবথেকে বড় আমের হাট নওগাঁ জেলার সাপাহার হাট। বাংলাদেশের জেলাসমূহের মধ্যে নওগাঁতেই সর্বাধিক ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ কল রয়েছে।

ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নাম ঃ

সাঁওতাল, মুডা, ওঁরাও, মাহালী, বাঁশফোঁড়, কুর্মি, মালপাহাড়ী।

নওগাঁ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসার"গণের পরিচিতি ঃ

জনাব মোঃ আবদুল মান্নান মিয়া, বিপিএম
পুলিশ সুপার, নওগাঁ।

জনাব কে, এম, এ, মামুন খান চিশতী
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন), নওগাঁ।

জনাব মোঃ গাজিউর রহমান
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম), নওগাঁ।

জনাব সাবিনা ইয়াসমিন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর), নওগাঁ।

জনাব এ.টি.এম. মাইনুল ইসলাম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহাদেবপুর সার্কেল

জনাব মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পত্নীতলা সার্কেল

জনাব বিনয় কুমার
সহকারী পুলিশ সুপার, সাপাহার সার্কেল

জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান
সহকারী পুলিশ সুপার, মান্দা সার্কেল

জনাব মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন
সহকারী পুলিশ সুপার, জেলা বিশেষ শাখা

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম জুয়েল
অফিসার ইনচার্জ, সদর মডেল থানা

জনাব মোঃ শাহিন আকন্দ
অফিসার ইনচার্জ, রানীনগর থানা

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
অফিসার ইনচার্জ, আত্রাই থানা

জনাব আজম উদ্দিন মাহমুদ
অফিসার ইনচার্জ, মহাদেবপুর থানা

জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, বদলগাছি থানা

জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান
অফিসার ইনচার্জ, মান্দা থানা

জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির তাং
অফিসার ইনচার্জ, নিয়ামতপুর থানা

জনাব মোঃ শামসুল আলম শাহ
অফিসার ইনচার্জ, পত্নীতলা থানা

জনাব মোঃ তারেকুর রহমান সরকার
অফিসার ইনচার্জ, সাপাহার থানা

জনাব মোঃ শফিউল আযম খান
অফিসার ইনচার্জ, পোরশা থানা

জনাব কে, এম, রাকিবুল হুদা
অফিসার ইনচার্জ, ধামইরহাট থানা

জনাব মোঃ মোবারক হোসেন
ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা,

জনাব কে এম শামসুদ্দিন
ইনচার্জ, জেলা গোয়েন্দা শাখা

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
কোর্ট ইন্সপেক্টর-১, সদর

জনাব মোঃ রেজাউল করিম
টিআই (প্রশাসন), সদর ট্রাফিক

জেলা পুলিশের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য

শাসন করতে যেয়ে ভাগিনার হাতে খুন হলো মামা

কেউ ভাবতেও পারেনি আপন ভাগিনা মামাকে এত নিসংশভাবে হত্যা করতে পারে। ভিকটিম অরুন সাহানা (৫৪) ছিলেন একজন সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ। কৃষি কাজ ও মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। গত ০১/০৫/২০২১খ্রিঃ তারিখ রাত্রিতে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষে বাড়ির পার্শ্বে জনৈক মোঃ ভরি, পিতা-মৃত জরিপের খলিয়ানে ধান পাহারা দেওয়ার জন্য গিয়ে ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় অজ্ঞাতনামা আসামীরা কর্তৃক অরুন সাহানাকে জবাই করে হত্যা করে রেখে যায়।

হত্যাকান্ডের ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনার রহস্য উদঘাটন ও আসামীদের গ্রেফতারে মাঠে নামে পুলিশ। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে ভিকটিম অরুন সাহানা এর ভাগিনা শ্রী নয়ন (১৭), পিতা-মৃত নরেন, সাং-নামা হাতাস, থানা ও জেলা-নওগাঁকে গ্রেফতার পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করলে শ্রী নয়ন তার মামাকে হত্যার কথা স্বীকার করে। তার দেওয়া তথ্য মোতাবেক হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত কোদাল আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়।

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত আসামী শ্রী নয়ন এর বাড়ি ভিকটিম অরুন সাহানার বাড়ির নিকটবর্তী। নয়ন তার বাড়িতে প্রায় উচ্চ শব্দে গান বাজিয়ে প্রতিবেশীদের বিরক্তির সৃষ্টি করায় ভিকটিম অরুন সাহানা সে বিষয়ে প্রতিবাদ করে। এরপর ভিকটিম অরুন সাহানা এর বাড়িতে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ঢেল মারে এবং খড়ের পালায় আগুন ধরিয়ে দিলে ভিকটিম তার ভাগ্নেকে সন্দেহ করে তাকে পুনরায় শাসন করে। আরো ছোট খাটো বিষয়ে মামা ভাগ্নের মধ্যে বিরোধ হতেই থাকে। ঘটনার কয়েকদিন আগে অরুন সাহানা তার ব্যবহৃত বার্মিজ স্যান্ডেল দিয়ে নয়নকে মারধর করে। এরপর হতে শ্রী নয়ন ভিকটিম অরুন সাহানা এর উপর রাগান্বিত হয় এবং প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করে।

"৬ ঘন্টার মধ্যে গলা ও পায়ের রগ কেটে ডিস ব্যবসায়ীকে হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন"

উজ্জল হোসেন (৩২) স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্কে লাইনম্যান হিসাবে কাজ করত। গত ২৪/০৭/২০২১খ্রিঃ তারিখ রাতে সে বাড়িতে ফিরে না আসলে ভিকটিমের পরিবারের সদস্যগণ সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুজি করেন। পরদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের শ্যালোমেশিনের নিকটে ভিকটিমের ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়।

মামলা রুজু হওয়ার ৬ ঘন্টার মধ্যেই থানা পুলিশ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ১। মোঃ সুজন সরদার ও ২। মোঃ শরিফ উদ্দিন (২৩) গ্রেফতার করা হয় এবং হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত দুটি চাকু উদ্ধার করা হয়। আসামীরা আদালতে ফৌঃকাঃবিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। হত্যাকান্ডের কারণ হিসেবে ডিস ব্যবসা এবং টাকা পয়সা লেনদেন নিয়ে পূর্ব বিরোধের কথা উল্লেখ করেন।

সাইবার টিম, নওগাঁ- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে অপরাধী সনাক্তের এক নবদ্বার উন্মোচন

ঘটনা-১ "বাংলাদেশ পুলিশ প্রধানসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পরিচয় ও ছবি ব্যবহার করে ফেইক সোশাল মিডিয়া একাউন্ট : প্রতারণাকারী আমিরুল ইসলাম @ আমিনুল গ্রেফতার"

গত ১৯/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়ের সরকারি নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপ আইডিতে Md Benazir Ahmed নামে আইজিপি মহোদয়ের ইউনিফর্ম পরিহিত ছবিযুক্ত ০১৬৪৪০৯৬৬৪৮ নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপ আইডি থেকে 'Hi' মেসেজ আসে। ডিআইজি মহোদয়ের মোবাইলে সেভকৃত আইজিপি মহোদয়ের নম্বরের সাথে উক্ত নম্বরের মিল না থাকায় সন্দেহের উদ্রেক হলে ডিআইজি মহোদয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য উক্ত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কল ব্যাক করলে কেউ ফোন রিসিভ করে না।

বিষয়টি ডিআইজি মহোদয় আইজিপি মহোদয়কে জানালে আইজিপি মহোদয় তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা পুলিশের চৌকস সাইবার টিমের সদস্যরা নওগাঁ সদর থানাধীন খাগড়া গ্রাম হতে আমিরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন যার মডেল নম্বর Redmi9A; IMEI-(i) ৮৬৪৭৪৮০৫২৩৪০৩৬০ (ii) ৮৬৪৭৪৮০৫২৩৪০৩৭০ জব্দ করেন।

আমিরুল @ আমিনুল ইসলাম নওগাঁ সদর থানার খাগড়া গ্রামের আফছার আলী মন্ডলের ছেলে। ছোটবেলা হতেই বখাটেপনার জন্য মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে মুদি দোকানদারী শুরু করে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমিনুল জানায় যে, প্রায় ১০/১২ দিন আগে সে তার ব্যবহৃত হোয়াটসঅ্যাপ আইডির নাম এবং ছবি পরিবর্তন করে সেখানে আইজিপি মহোদয়ের ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি এবং নাম ''Md Benazir Ahmed'' ব্যবহার করে ভূয়া হোয়াটসঅ্যাপ আইডি খুলে পুলিশের বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের নিকট মেসেজ পাঠায়। সাইবার টিমের সদস্যরা তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বিশ্লেষণ করে সেখানে আইজিপি মহোদয়ের নাম এবং ছবি ব্যবহৃত হোয়াটসঅ্যাপ আইডি দেখতে পান। এছাড়াও তার মোবাইল ফোনে "Aminul Islam" (International Hero) এবং "Aminul Khan" (Inspector General of Police) নামে ০২টি ফেইসবুক আইডি পাওয়া যায়। তার মোবাইল ফোনে দেখা যায় যে, তার ব্যবহৃত তিনটি সিম থেকে বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি স্যার, নওগাঁ জেলার এসপি, ডিসি, সার্কেল অফিসার, নওগাঁ সদর থানাসহ অন্যান্য থানার অফিসার ইনচার্জ, ইন্সপেক্টর (তদন্ত), এসআই, এএসআই, কনস্টেবলসহ অন্যান্য দপ্তর ও পরিদপ্তরের প্রধানসহ বিভিন্নজনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করেছে। এছাড়াও তার মোবাইলে আইজিপি স্যার, ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ স্যার, আরএমপি কমিশনার স্যার, অতিরিক্ত ডিআইজি, র‍্যাব-৪ স্যার, অতিরিক্ত ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ স্যারদ্বয়, এসপি, নওগাঁ'সহ আরো অন্যান্য কর্মকর্তাগণের ছবি পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমিরুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে নওগাঁ সদর মডেল থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিয়ে করাই যার পেশা

“নওগাঁ পুলিশের জালে ধরা পড়ল শীর্ষ প্রতারক ভুয়া ডিসি, পুলিশ সুপার, এমবিবিএস ডাক্তার ও আর্মি অফিসার’সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় পেশার পরিচয় দানকারী কামরুল হাসান ওরফে সাদ্দাম”

শিরোনাম দেখে চমকে উঠলেন? পুরোটা পড়ার পরে আরো অবাক হবেন, কারণ, এ যেকোনো সিনেমার কাহিনীকেও হার মানাবে। এ এক বহুরূপীর গল্প। বিখ্যাত নটরাজের মতো যে নিজের ভোল পালটে ফেলে, কখনো হয় ডিসি, কখনো ডাক্তার, কখনো সেনা সদস্য। ভুয়া ডিসি, পুলিশ সুপার, এমবিবিএস ডাক্তার, সেনাবাহিনীর অফিসার, বড় ব্যবসায়ীসহ আরো বিভিন্ন আকর্ষণীয় পেশার পরিচয় দানকারী এই প্রতারক কামরুল হাসান ওরফে সাদ্দাম(৩০), যার প্রতারণার উড়োজাহাজ অবশেষে ভূপাতিত করলো নওগাঁ জেলা পুলিশ।

মেয়েদের আকর্ষণ করতে সে অনলাইনে বিভিন্ন ম্যারেজ মিডিয়াতে এড দেয়। এরপর মেয়েরা তার সাথে যোগাযোগ করলে সে তাদের দ্রুতই মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। তার মোবাইল ফোনে বিভিন্ন নামে বেশকিছু ফেইক ফেসবুক আইডি ব্যবহার করতে দেখা যায়। তার মোবাইলে ব্যবহৃত ম্যাসেঞ্জার আইডি ‘কামরুল হাসান’ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সে ‘আকাশে তারা' নামে একটি আইডির সাথে মেসেঞ্জার এ চ্যাটিং এর সময়ে নিজেকে সদ্য এমবিবিএস এবং এফসিপিএস পাশ ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দেয়। 'সিল্ক' নামে পরিচালিত আরেকটি মেসেঞ্জার আইডির সাথে চ্যাটিং এর সময় সে নিজেকে অবিবাহিত অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসকারী ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দেয়। তাকে আকর্ষণ করার জন্য অস্ট্রেলিয়াতে তার একটা সুপার সপ আছে বলেও মিথ্যা কথা বলে। 'সুরাইয়া সবনম' নামের আরেক আইডি এর সাথে চ্যাটিং এর সময় নিজেকে আমেরিকা প্রবাসী উল্লেখ করে এবং তার আসল বাড়ী নওগাঁ বলে মিথ্যা কথা বলে। 'নাজু এখন রানু' নামের আরেক আইডির সাথে নিজেকে একজন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী হিসেবে পরিচয় দেয়। 'ডলি হক' নামের আরেকটি মেসেঞ্জার আইডির সাথে চ্যাটিং এর সময় নিজেকে মোঃ কামরুল হাসান পরিচয় দেয় এবং বলে যে, সে সলিমুল্লাহ মেডিকেল থেকে এমবিবিএস এবং চীন থেকে মেডিসিন এ এফসিপিএস করেছে। 'অরিন বর্ষা' নামের আরেক আইডির সাথে চ্যাটিং এর সময় নিজেকে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী পরিচয় দেয়। 'বিথী আক্তার' নামে অপর আরেকটি মেসেঞ্জার আইডির সাথে চ্যাটিং এর সময় নিজেকে আমেরিকান সিটিজেন হিসেবে পরিচয় দেয়।

এভাবে বিভিন্ন মেয়ের কাছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পেশার পরিচয় দিয়ে তাদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের সর্বস্ব লুটে নেয় এ প্রতারক। সে মেসেঞ্জার এ পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর লোগো পরিহিত মাস্ক এবং ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি পাঠায় যাতে মেয়েরা তাকে বিশ্বাস করে।

নওগাঁ জেলার এক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের কাছ থেকে তিন লাখ টাকা নেয়ার পর মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। সে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বন্ধ করে দেয়। এরপর থেকে উক্ত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এ প্রতারককে ধরার জন্য সুযোগ খোঁজতে থাকে। গতকাল সে জানতে পারে যে প্রতারক সাদ্দাম তার স্ত্রীকে নিয়ে নওগাঁ সদরে অবস্থিত একটি আবাসিক হোটেল এ অবস্থান করছে। সে তৎক্ষনাৎ বিষয়টি নওগাঁ জেলা পুলিশ সুপার প্রকৌশলী জনাব আবদুল মান্নান মিয়া বিপিএম’কে জানালে তিনি নওগাঁ সদর মডেল থানা পুলিশকে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। নওগাঁ সদর মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম দ্রুত ঘটনাস্থালে পৌছে উক্ত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য লোকজনের উপস্থিতিতে প্রতারক সাদ্দামকে তার স্ত্রীসহ গ্রেফতার করে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুসন্ধানে এ প্রতারকের নিজ এলাকায় দুই বউয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়াও সে যশোরের ঝিকরগাছা এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তিকে পোল্যান্ড পাঠানোর নাম করে প্রায় দুই কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। তার মোবাইল ফোন হতে দেখা যায় যে, সে অবৈধ ভার্চুয়াল মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সী ব্যবসার সাথেও জড়িত। পাপকর্মের এমন কোন পথ নেই যেখানে এই ব্যক্তির পা পরেনি।

তার বিরুদ্ধে নওগাঁ সদর মডেল থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে যা বর্তমানে চলমান আছে।

প্রতারক কামরুল হাসান ওরফে সাদ্দাম”

সাধারণ ডায়েরীভূক্ত হওয়ার মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে মায়ের কু-পরিকল্পনায় ছেলে ও মেয়ে কর্তৃক নৃশংসভাবে পিতাকে হত্যার রহস্য উন্মোচন

ঘটনাটির শেকড় এতদূর বিস্তার লাভ করবে; শুরুতে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দিনটি ছিলো ৮'ই মার্চ ২০২১ খ্রি. রোজ বুধবার। দিনের মধ্যভাগে পোরশা থানায় জিডি করতে আসলেন এক প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। নাম তার মোঃ খাইরুল ইসলাম(২৮), পিতা-আঃ খালেক(৫০), সাং-বালিয়াচান্দা, থানা-পোরশা, জেলা-নওগাঁ। পেশায় তিনি একজন হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক এবং নিজেও একজন কোরানের হাফেজ। জিডির বিষয় ছিলো- দীর্ঘ একমাস পূর্বে নিজ বাড়ী থেকে তার পিতা হারানো সংক্রান্তে। ঘটনার বর্ণনায় সে জানায় বিগত ০৫/০২/২০২১খ্রি. রোজ শুক্রবার অনুমান সকাল ৭.০০ ঘটিকায় বাড়ীর পাশে আবাদী জমিতে কাজ করতে গিয়ে আর ফিরে আসে নাই।

উক্ত ডায়েরীর বিষয়টি দীর্ঘ এক মাস পর থানার জিডি ভুক্ত হওয়া মাত্র'ই জেলা পুলিশ নওগাঁর একটি চৌকস তদন্ত টিম কোনরূপ কালক্ষেপণ না করে তদন্ত কাজ শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তকালে নিখোঁজ হওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ ভিকটিমের প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীদের কেউই জানাতে পারছিলেন না। পরবর্তীতে ভিকটিমের একমাত্র আপন ছোট ভাই মোঃ জাকির আলম(৪৫) কে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, শুধু তারই প্রচেষ্টা, পিড়াপিড়ি ও আগ্রহে ভিকটিমের ছেলে উল্লেখিত তারিখে থানায় জিডি করতে বাধ্য হয়। ভিকটিমের ছেলে মোঃ খাইরুল ইসলাম সন্দেহের তালিকায় আসেন। তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। একপর্যায়ে পিতাকে হত্যা এবং লাশ গুম করার লোমহর্ষক বর্ণনা দেয় সে। বলে "আমার ভুল হয়েছে স্যার, আমি অন্যায় করেছি"। কিন্ত কী অন্যায় করেছে? জিজ্ঞাসা করা হলো সে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকে। তারপর শুরু করে তার কাহিনী যা যেকোনো রুদ্ধশ্বাস ক্রাইম থ্রিলারকেও হার মানাবে-

তার পিতা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তার মা ফাহিমা খাতুন(৪৫)কে পরকীয়ার জন্য সন্দেহ করে আসছিল, ফলশ্রুতিতে নিয়মিত ঝগড়া বিবাদ করে আসছিলো এবং মাঝে মাঝে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো। সে এবং তার একমাত্র বিবাহিতা বোন নাজমা খাতুন(৩৩) বিষয়টি বারংবার সমাধানের চেষ্টা করেও পিতাকে কোনভাবেই বোঝাতে পারতো না, যা তাদের দুই ভাইবোনকে অনেক কষ্ট দিতো। বরাবরের মতো গত ২৭/০১/২০২১খ্রি. তারিখ দুপুর বেলা একমাত্র ছেলে ও মেয়ে মোছাঃ নাজমা খাতুন দ্বয়ের অনুপস্থিতিতে ঝগড়া বিবাদের সূত্র ধরে ভিকটিম তার স্ত্রীকে মৌখিক তালাক দেয় এবং বাড়ী থেকে বের করে দেয়। মায়ের তালাকসহ বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার খবর পেয়ে ঐ একই দিনে একমাত্র ছেলে মোঃ খাইরুল ইসলাম তার কর্মস্থাল সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে এবং মেয়ে মোছাঃ নাজমা খাতুন তার শ্বশুরবাড়ী ঘাটনগর শাহপাড়া, পোরশা থেকে এসে তার বাবাকে জোরপূর্বক বাড়ী থেকে বের করে দেয় এবং মাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনে। এরপর থেকে ছয়-সাত দিন ভিকটিম প্রতিবেশীদের বাড়ীতে কোনমতে অবস্থান করে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে কয়েকবার আপোস মীমাংসায় ব্যর্থ হয়ে একপর্যায়ে মায়ের কু-পরামর্শে ০৪/০২/২০২১খ্রি. তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭.০০ ঘটিকার সময় ছেলে খাইরুল তার মাকে পার্শ্ববর্তী সাপাহার থানার দিঘিরহাটের পিছলডাঙ্গা গ্রামে তার খালার বাড়ীতে রেখে আসে। এর দুই-তিন ঘন্টা পর ছেলে ও মেয়ে মিলে তার বাবাকে বাড়ী ফিরে নিয়ে আসে। একই তারিখের দিবাগত রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে গভীর রাত্রি পর্যন্ত দুই ভাই বোন মিলে তার পিতাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলমান বিরোধ মিটানোর জন্য বারংবার বোঝাতে থাকে এবং তাদের মাকে আবার গ্রহণ করতে পিতাকে অনুরোধ করে। কিন্ত তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একপর্যায়ে দুই ভাই-বোন প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে রাত আনুমানিক ১.৩০ ঘটিকায় পিতার ব্যবহৃত লাল রং-এর মাফলার গলায় পেঁচিয়ে নৃশংসভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এরপর দুই ভাই-বোন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাদের পিতার লাশ উলঙ্গ করে গলায় মাফলার পেঁচানো অবস্থায় দ্রুত বস্তাবন্দি করে। অতঃপর লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে ছেলে মোঃ খাইরুল ইসলাম ফজরের আজানের সময় তার ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলে বস্তাবন্দি লাশ বেঁধে নিয়ে বাড়ী হতে নিজ কর্মস্থাল আনুমানিক ৯০কি.মি. দূরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানাধীন শ্রীরামপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে রওনা করে। অনেক ভয়ে ভয়ে পৌঁছানোর পর মাদ্রাসার পেছনে লোকজনের অগোচরে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয়। এরপর বেশ কয়েকদিন সে তার পিতার বস্তাবন্দি মৃতদেহটি দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। আনুমানিক দশ-পনেরো দিন পরে বস্তাবন্দি লাশটি পানির ধাক্কায় সেখান থেকে সরে যাওয়ায় সে একপ্রকার স্বস্তির নিঃশাস ফেলে। পরে সে নিরব দর্শকের ভূমিকায় সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে ভেসে যাওয়া লাশটি একসময় বাতাসে দূর্গন্ধ ছড়ালে বিষয়টি স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানা পুলিশ জানতে পারে এবং লাশটি উদ্ধারপূর্বক বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করে বলে খাইরুল ইসলাম জানায়। এই বলে সে হাউমাউ করে হৃদয়বিদারক কান্নায় ভেঙে পড়ে।

অফিসার ও ফোর্সদের সহধর্মিণীদের 'পুরস্কার প্রদান

বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক), নওগাঁ শাখার উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত অফিসার ও ফোর্সদের সততা ও পেশাদারিত্বের সাথে নিজ দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জেলার দক্ষ অফিসার ও ফোর্সদের সহধর্মিণীদের পুরস্কার প্রদানের এক ব্যতিক্রম অনুষ্ঠান আয়োজন করেন পুনাক, নওগাঁর সুযোগ্য সভানেত্রী মিসেস মনোয়ারা বেগম এফসিএমএ, সহধর্মিণী পুলিশ সুপার, নওগাঁ।

"কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি,

প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়া-লক্ষ্মী নারী।"

কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত কবিতার লাইনকে উপলব্ধি করে পুনাক, নওগাঁ ব্যতিক্রম এই উদ্যোগের মাধ্যমে জেলা পুলিশে কমরত ১৫৪জন অফিসার ফোর্সদের জীবনসঙ্গীদের পুরস্কৃত করেছেন যারা আড়ালে থেকে প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছে।

ঘ) কল্যাণমূলক কাজ

বাবার লাশের পাশে কান্নায় ভেঙে পরা শিশুর ভাইরাল হওয়া সেই শিশু কন্যা মরিয়ম খাতুন (৭) এর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে নওগাঁ জেলা পুলিশ।

বাবার লাশের পাশে কান্নায় ভেঙে পরা শিশুর পাশে জেলা পুলিশ, নওগাঁ।

অত্যাধুনিক 'পুলিশ শপিংমল' ও 'বিপি রেস্টুরেন্ট এ্যান্ড ক্যাফে'

মাননীয় আইজিপি মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নওগাঁ জেলায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের কল্যাণে গঠন করা হয়েছে কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এ সোসাইটির আওতায় স্থাপন করা হলো 'পুলিশ শপিংমল' ও 'বিপি রেস্টুরেন্ট এ্যান্ড ক্যাফে'।

প্রকল্পের আর্কিটেক্ট	ঃ জনাব আবুল হাসনাইন মঞ্জুর মোর্শেদ
কনসালটেন্ট	ঃ ১) জনাব আশরাফুদ-দৌল্লা, সদ্য সাবেক সিইও, বিএফসি ২) জনাব হারুনুর রশিদ এফসিএমএ, সাবেক সিএফও, আগোরা ৩) জনাব মোঃ আসিফ ইকবাল এমবিএ, সাবেক সিইও, স্বপ্ন এবং ৪) জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সুপারমল বিশেষজ্ঞ
মোট ভূমির পরিমান	ঃ ৪৬ শতাংশ
ফ্লোরের আয়তন	ঃ ১৫,০০০ বর্গফুট
পার্কিং এরিয়ার আয়তন	ঃ ৮,০০০ বর্গফুট
বাস্তবায়নে	ঃ নওগাঁ জেলা পুলিশ

এক অংশে রয়েছে প্রায় সাত হাজার বর্গফুটের অত্যাধুনিক রেস্টুরেন্ট 'বিপি রেস্টুরেন্ট এন্ড ক্যাফে'। এখানে ইটালিয়ান পিজ্জা, পাস্তা, গ্রিল, বার্গার, কাবাব, ফ্রাইড চিকেনসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সুস্বাধু খাবার প্রস্তুত করা হয়। ঢাকার বাইরে এটিই প্রথম কোন রেস্টুরেন্ট যেখানে সিঙ্গাপুর বেইজড বিশ্বমানের চেইন কফি ব্র্যান্ড SANTINO এর কফি পাওয়া যায়।

সেন্ট্রাল এসি সমৃদ্ধ প্রায় আট হাজার বর্গফুটের অত্যাধুনিক পুলিশ শপিংমলের গ্রোসারি এরিয়া

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্মার্ট তরুণ-তরুণী পুলিশ শপিংমলে ক্রেতাদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত আছে